রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের
সখের চোর

অনন্ত সিং-এর প্রযোজনায়

রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের

সখের চোর

পরিচালনা : প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী • **সঙ্গীত পরিচালনা : শ্যামল মিত্র**

চিত্রনাট্য ও সংলাপ :	... জ্যোতির্ময় রায়
গীত রচনা :	পুলক ব্যানার্জি ও পবিত্র মিত্র
চিত্রশিল্পী :	... বিভূতি চক্রবর্ত্তী
ব্যবস্থাপনা : ...	সুধীর রায় ও মদন দাস
শিল্পনির্দেশনা :	সুনীল সরকার ও রবি দত্ত
সম্পাদনা :	... অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জি
সহযোগী সম্পাদক :	... অমিয় মুখার্জি
রূপসজ্জা : ...	নিতাই সরকার ও শম্ভু দাস
সাজ-সজ্জা :	দাশরথি দাস, শের আলি ও সরযূলাল
পটশিল্পী : ...	রামচন্দ্র সিন্ধে

কহিনী :	... সুকু সেন
শব্দযন্ত্রী :	সুশীল সরকার ও ইন্দু অধিকারী
সঙ্গীত গ্রহণে :	... শ্যামসুন্দর ঘোষ
বহির্দৃশ্য ও শব্দযোজনা :	ভয়েজ অফ্ ইণ্ডিয়া
প্রধান কর্মসচিব :	... গণেশ চক্রবর্ত্তী
আলোক সম্পাত :	সতীশ হালদার, দুঃখীরাম, রেজাক, মদন, বিমল ও মিলি ইলেকট্রিক ওয়ার্কস
স্থিরচিত্র :	... ষ্টুডিও স্যাংগ্রীলা
পরিচয়পত্র লিখনে :	... দীগেন ষ্টুডিও

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

• সহকারিবৃন্দ •

পরিচালনায় : সীতাংশু ঘোষ, দ্বীজেন চৌধুরী, সুনীল ঘোষ ★ সঙ্গীত পরিচালনায় : রাধাকান্ত নন্দী
ব্যবস্থাপনায় : সুনীল, বাচ্চু, খোকন ★ সম্পাদনায় : দেবী চক্রবর্ত্তী ★ চিত্র-শিল্পে : বীরেন ভট্টাচার্য্য

• রূপায়ণে •

উত্তমকুমার, বাসবী নন্দী, ভানু বন্দ্যোঃ, ছবি বিশ্বাস,
কমল মিত্র, তরুণকুমার, বিনতা রায়, তপতী ঘোষ
শীলা পাল, বেবী রাণী, শাশ্বতী রায়, মন্মথ মুখার্জি, চন্দ্রশেখর, অনুপ বিশ্বাস, ভানু রায়, জগদীশ, অমরেশ দাস, প্রফুল্ল, কুমুদ ঘোষ, কেষ্ট দাস, অনিল ভট্টাচার্য্য, পূর্ণেন্দু মুখার্জি, নিরঞ্জন চৌধুরী, রেবা
ও অতিথি শিল্পী : পাহাড়ী সান্যাল ও চন্দ্রবতী

• কণ্ঠ সঙ্গীতে : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র •

• কৃতজ্ঞতা স্বীকার •

এম্. বি. সরকার য়্যাণ্ড সন্স, রামগড় ট্রাষ্ট ও কোয়ালিটি রেষ্টুরেণ্ট

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্মস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাইভেট লিমিটেড

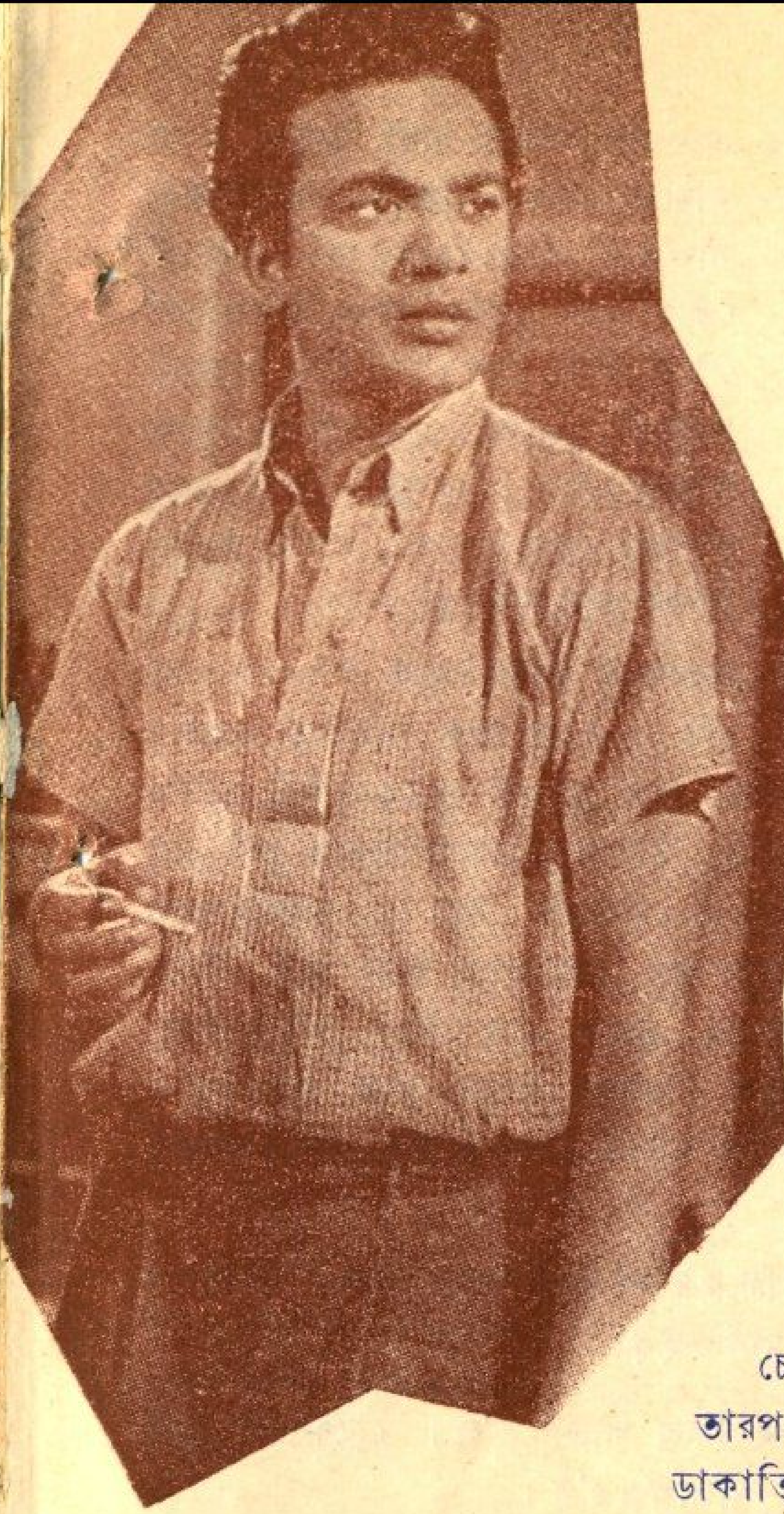

গল্প

বিখ্যাত ব্যবসায়ী ৺জে. এন্. চৌধুরীর একমাত্র পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ—পিতার অগাধ সম্পত্তির মালিক। নানা দেশ-বিদেশ ঘুরে, বোম্বাই থেকে কল্‌কাতা ফেরার পথে তার ট্রেণের সহযাত্রিনী, বিদুষী যুবতীটি তার মনকে বেশ নাড়া দিলো।

মধ্য রাতে, বিছানায় শুয়ে যখন সেই অপরিচিতা মানসীর চিন্তায় মগ্ন, তখন এক কালো ছায়ামূর্ত্তি এসে দাঁড়ালো তার শিয়রে। ইন্দ্র চোখ বুজে, ঘুমের ভাণ ক'রে প'ড়ে রইলো। অন্ধকারে মূর্ত্তি কাছে আস্‌তেই, আচম্‌কা এক ঘুষি! বেচারা চোর সেই এক ঘুষিতেই কাবু : ফলে 'পতন ও মূর্চ্ছা'।

চোরের এ হেন ব্যবহার ইন্দ্রকে ফ্যাসাদে ফেল্‌লো। শেষে অন্য উপায় না দেখে, বাধ্য হয়ে নিজেই জল এনে চোরের চোখে-মুখে ছিটিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌লো। তারপর, বোকা চোরকে আরও বোকা বানালো বড় বড় ডাকাতি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চুরি করার চিত্তচমকপ্রদ গল্প বলে। চোরের ধারণা হ'ল সে একজন বিদ্বান ডাকাত সর্দ্দারের ঘরে ঢুকেছে। ......ইন্দ্রকে সে 'গুরু' পদে বরণ ক'রে বিদায় নিলো।

পরদিন সকালে ইন্দ্র যখন এই ঘটনা নিয়ে বন্ধু মহলে গল্প ফেঁদে ব'সেছে. তখন কথায় কথায়; তর্কাতর্কি, তারপর বাজি ধরা হ'য়ে গেল।

ইন্দ্র জানালো : অতর্কিতে কারো ঘরে ঢুকে চুরি করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। রাতের অন্ধকারে সে পার্ক সাইড রোড-এর যে কোনও একটা বাড়ীতে ঢুকে I. N. কথাটি দরজায় লিখে আসবে।

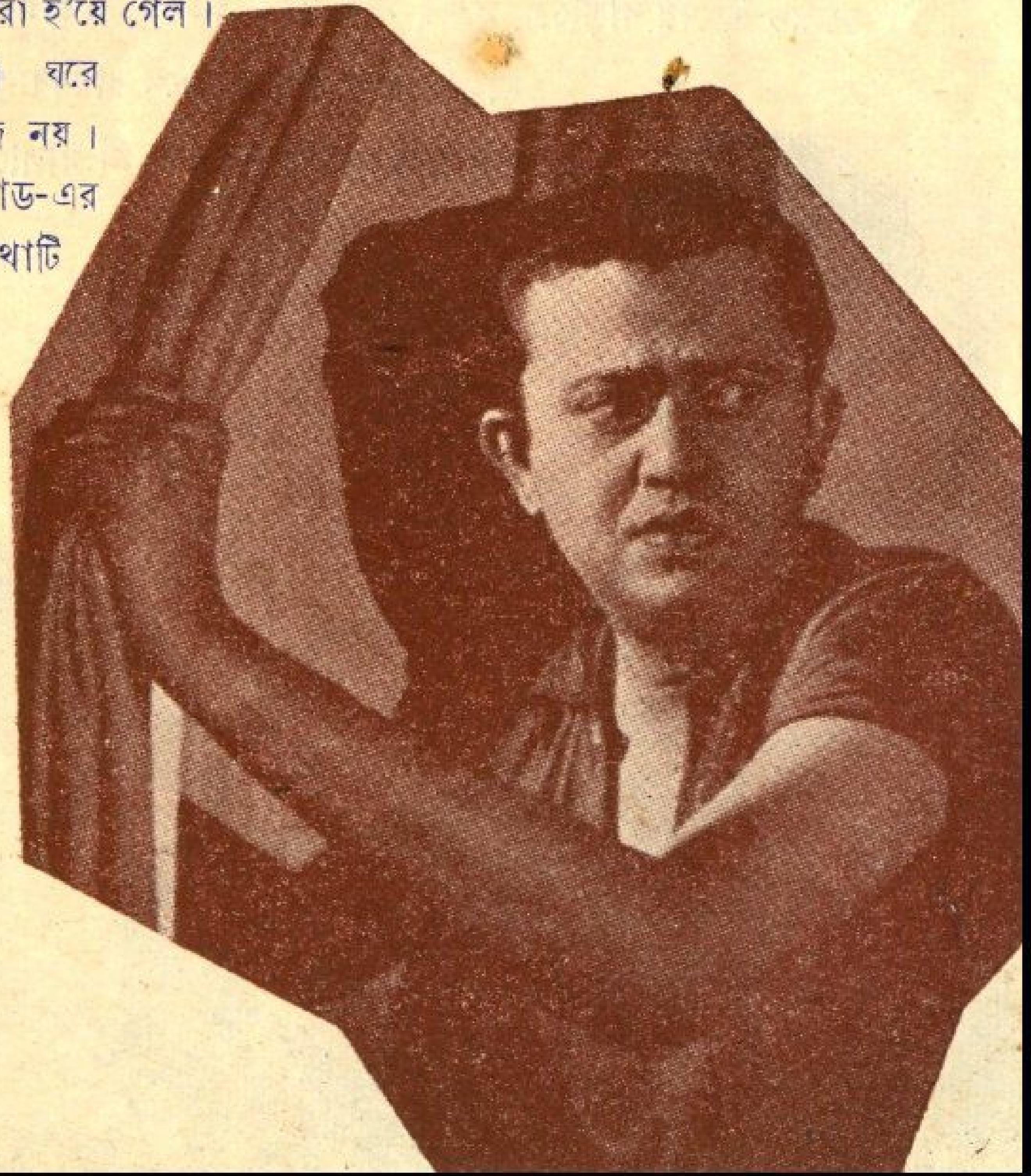

কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে বাজী ধরা আর কাজে করা এক নয়। নিজের তো সাহস নেই-ই চাকর-বাকর কাউকেও সে এ কাজে রাজী করাতে পার্‌লো না। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'র্‌লো 'কাঁটা', সে-দিন রাতের সেই চোর। ইন্দ্র হাতে স্বর্গ পেলো। কাঁটাও গুরুর আদেশ পেয়ে খু-উ-ব খুশী; তার ধারণা হ'ল : ঐ I. N কথাটি ডাকাতির পরোয়ানা।

রাত তখন এমন কিছু গভীর হয় নি।

একখানি বিরাট গাড়ী থেকে কাঁটা নাম্‌লো এক বিরাট অট্টালিকার সামনে। পাকা চোর সে— জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুক্‌তে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। অতি-সাবধানী গৃহস্বামী, চোরের এ আগমন বার্ত্তা জান্‌তে পেরে রিভলভার হাতে ঘরে ঢুক্‌লেন—এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাঁটার পিস্তল তার পিঠ স্পর্শ কর্‌লো।

পরক্ষণেই কাঁটা চম্‌কে উঠ্‌লো। ওঃ হরি! এ যে তার পরিচিত মক্কেল! কত সময়, কত চোরাই ও বে-আইনী মালের কারবার করেছে, সমাজের চোখে আভিজাত ধনী এই রায়বাহাদুর রাঘব ঘোষালের সঙ্গে। রায়বাহাদুরও কাঁটাকে চিন্‌লেন। আনন্দের আতিশয্যে কাঁটা ছুটে গিয়ে, ড্রাইভারের-আসনে-বসা ইন্দ্রকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিলো রাঘববাবুর সঙ্গে। হতভম্ব ইন্দ্রকে বাঁচালো নেপথ্য থেকে রাঘববাবুকে উদ্দেশ্য ক'রে 'বাবা' ডাক। 'পরে একদিন অফিসে দেখা ক'র্‌তে' বলে রাঘববাবু তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেন।

সামান্য একটা বিষয় নিয়ে কৌতুক ক'র্‌তে গিয়ে দারুণ ধাক্কা খেলো ইন্দ্র। সমাজের মাথায় যারা বসে আছেন, তাঁদের নৈতিক জীবনের মান এই?

বাজী হেরে বন্ধুদের রেষ্টুরেণ্টে-এ খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে ইন্দ্রের কিন্তু লাভই হ'ল। ট্রেণে-দেখা সেই তরুণীর, মালার, সঙ্গে রেষ্টুরেণ্টে আবার দেখা হ'ল তার। এবং আলাপও হ'ল।

তারপর, দিনের পর দিন আরও একটু ঘনিষ্ঠতা, মন-বোঝা-বুঝি এবং মন-দেওয়া-নেওয়ার পালাও এগিয়ে চললো।

একদিন, মালার নির্দেশ মত, মালার বাড়ীর দিকে গাড়ী চালালো ইন্দ্র। মালা আজ ইন্দ্রকে নিয়ে চলেছে তাদের বাড়ীতে, ইন্দ্রর সঙ্গে তার স্নেহময় পিতার আলাপ-পরিচয় করাতে।

মালার সঙ্গে ইন্দ্রকে দেখে রাঘববাবু স্তম্ভিত!

এই ডাকাতটার হাতে তিনি মালাকে তুলে দেবেন?

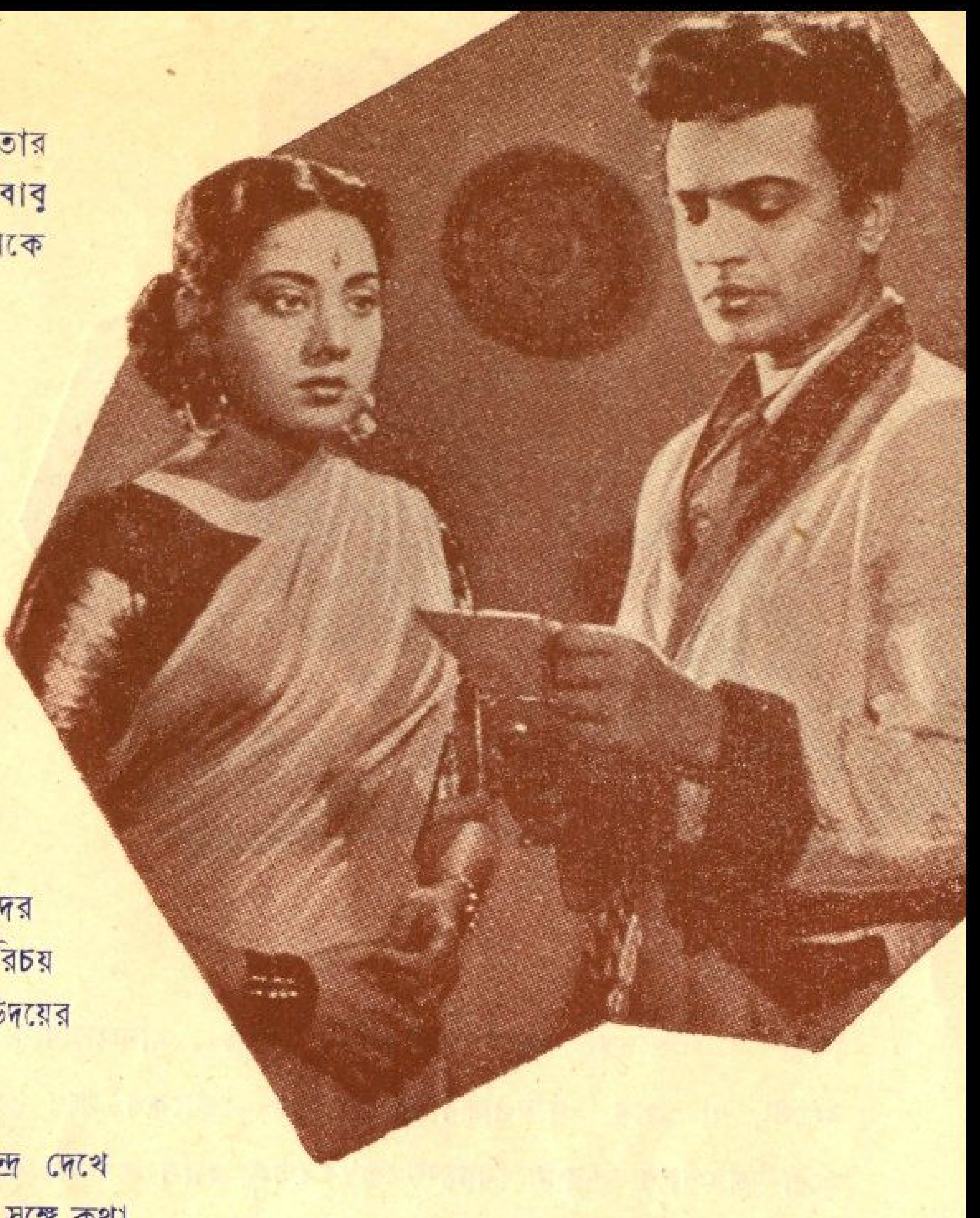

নিজে যাই-ই হোন না কেন, মেয়ে তো তার নিষ্পাপ!……মালার অবর্ত্তমানে রাঘববাবু তিরস্কার ক'রে ইন্দ্রকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

পরের দৃশ্য কল্‌কাতা ছেড়ে হলুদগাঁও রাজবাড়ীতে। বৃদ্ধ রাজার তরুণী স্ত্রীর জন্মোৎসব। তরুণী রাণী ইন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু উদয়ের দিদি। নিমন্ত্রিত হ'য়ে ইন্দ্র এসেছে কাঁটাকে নিয়ে।

উদয়ের ভগ্নিপতি মনিলালবাবুর বাসনা ও চেষ্টা: ধনী বন্ধু রাঘববাবুর মেয়ে মালার সঙ্গে যাতে উদয়ের বিয়ে হ'য়। কিন্তু উদয় ভালবাসে রীনাকে, ওদের ভালবাসা অকৃত্রিম। রীনার মা ইন্দ্রের পরিচয় পেয়ে তার দিকে ঝুঁক্‌লেও, রীনা উদয়ের ভালবাসার অসম্মান করে 'নি।

উৎসবের বাড়ী, খাবার ঘরে এসে ইন্দ্র দেখে মালারাও এখানে নিমন্ত্রিত। কিন্তু মালার সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই—রাঘববাবু সব সময় ইন্দ্রকে চোখে চোখে রাখ্‌ছেন, ভাবছেন, ওর নিশ্চয়ই কোনো ডাকাতির মতলব আছে। রাণীর গলায় হীরার হার, নজর পড়েছে রাঘববাবুর, নজর পড়েছে কাঁটার। কিন্তু ইন্দ্রর নজর মালার দিকে, শুধু সুযোগ খুঁজছে কি করে একবার মালাকে একলা কাছে পাবে।

রাণীর গলার হীরের হার!—রাঘববাবু কাঁটাকে হাত করে সেই হীরের হার সরাবার ব্যবস্থা ক'রলেন। কিন্তু কাঁটার মনেও কাঁটা ফুট্‌লো। ওস্তাদের সঙ্গে বেইমানী! চুরি ক'রে, সে সেই হার তুলে দিল গুরুজীর হাতে। ইন্দ্র চ'টে আগুণ! এখুনি হার ফিরিয়ে দিয়ে আসুক কাঁটা। কিন্তু নেওয়া যার

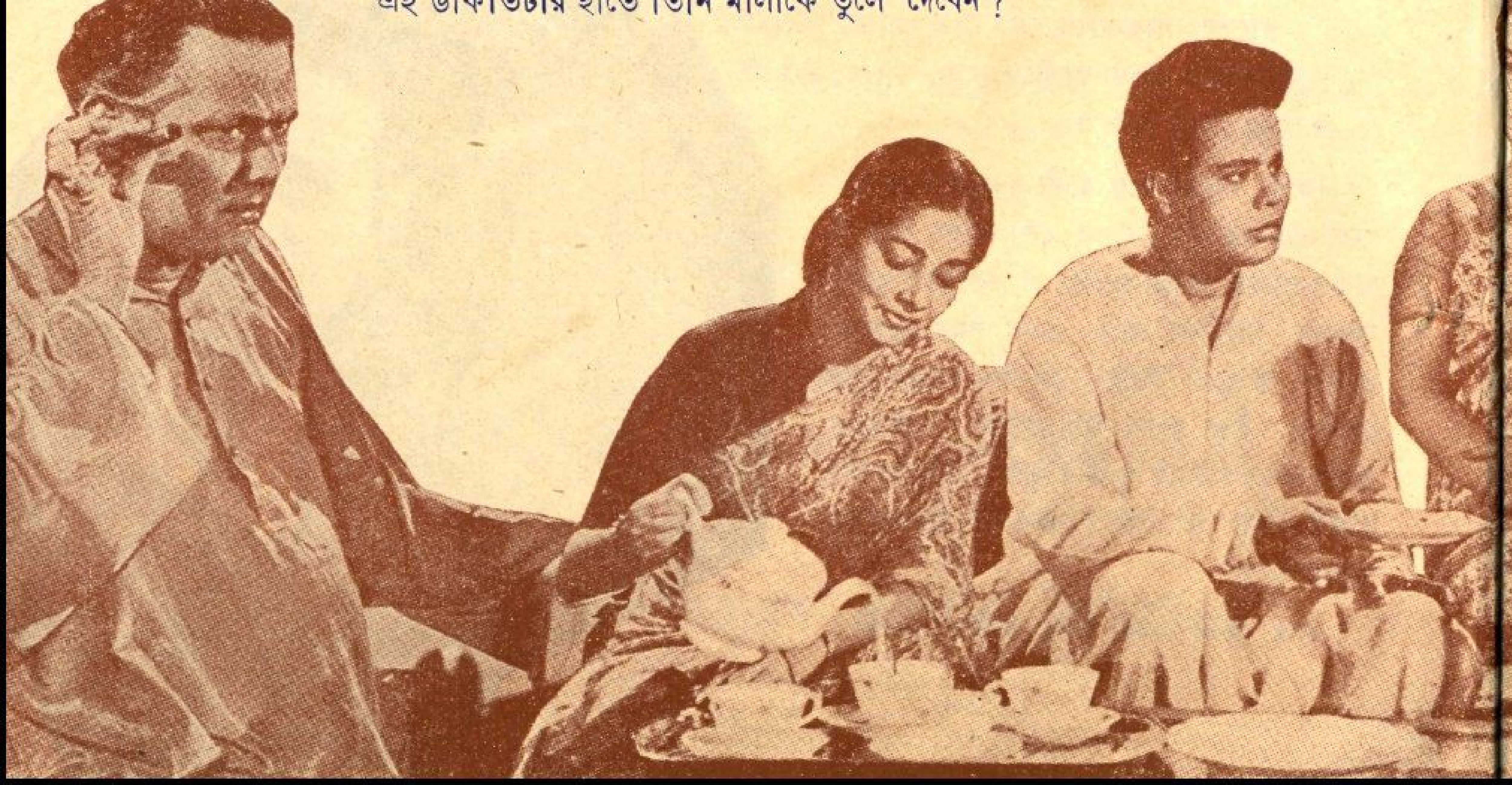

পেশা, ফিরিয়ে দেওয়া তার কর্ম নয়। অগত্যা ইন্দ্র নিজেই গেল হার ফেরৎ দিতে— মনিলালের শোবার ঘরে।

ইন্দ্রের পায়ের সাড়া পেয়ে যে পর্দার আড়ালে লুকোলো, সেও কোন সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘরে ঢোকে 'নি।........হারটি ঠিক যথাস্থানে রাখতে যখন ইন্দ্র উদ্যত; ঠিক সেই মুখে ঘরে ঢুকলেন মনিলালবাবু। ইন্দ্রকে হার হাতে ঐ অবস্থায় দেখে গর্জ্জন ক'রে উঠলেন। নির্ভিক ইন্দ্র কিন্তু ঐ গর্জ্জনের উত্তরে ধীর-স্থির কণ্ঠে মনিলালবাবুকে এমন একটি পাল্টা প্রশ্ন ক'রে বসলো, যা শুনে মনিলালবাবুর চক্ষু স্থির—জোঁকের মুখে যেন নুন পড়লো! ক্ষণিকের মধ্যে উভয়ের মধ্যে আপোষে একটা মিটমাট হ'য়ে গেল, হাসি মুখে উভয়ে ঘর ত্যাগ ক'রে গেলেন।

রাঘববাবু সহজে ছাড়ার পাত্র নন। তিনি এসে সকলের সামনে ইন্দ্রকে রাণীর হার চুরীর অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। মনিলালবাবু আপত্তি জানালেন। ঘটনা স্থলে রাণীও এসে হাজির হ'লেন।

এর পরের ঘটনা যেমনি হাস্যোদ্দীপক তেমনি চিত্তচমকপ্রদ।

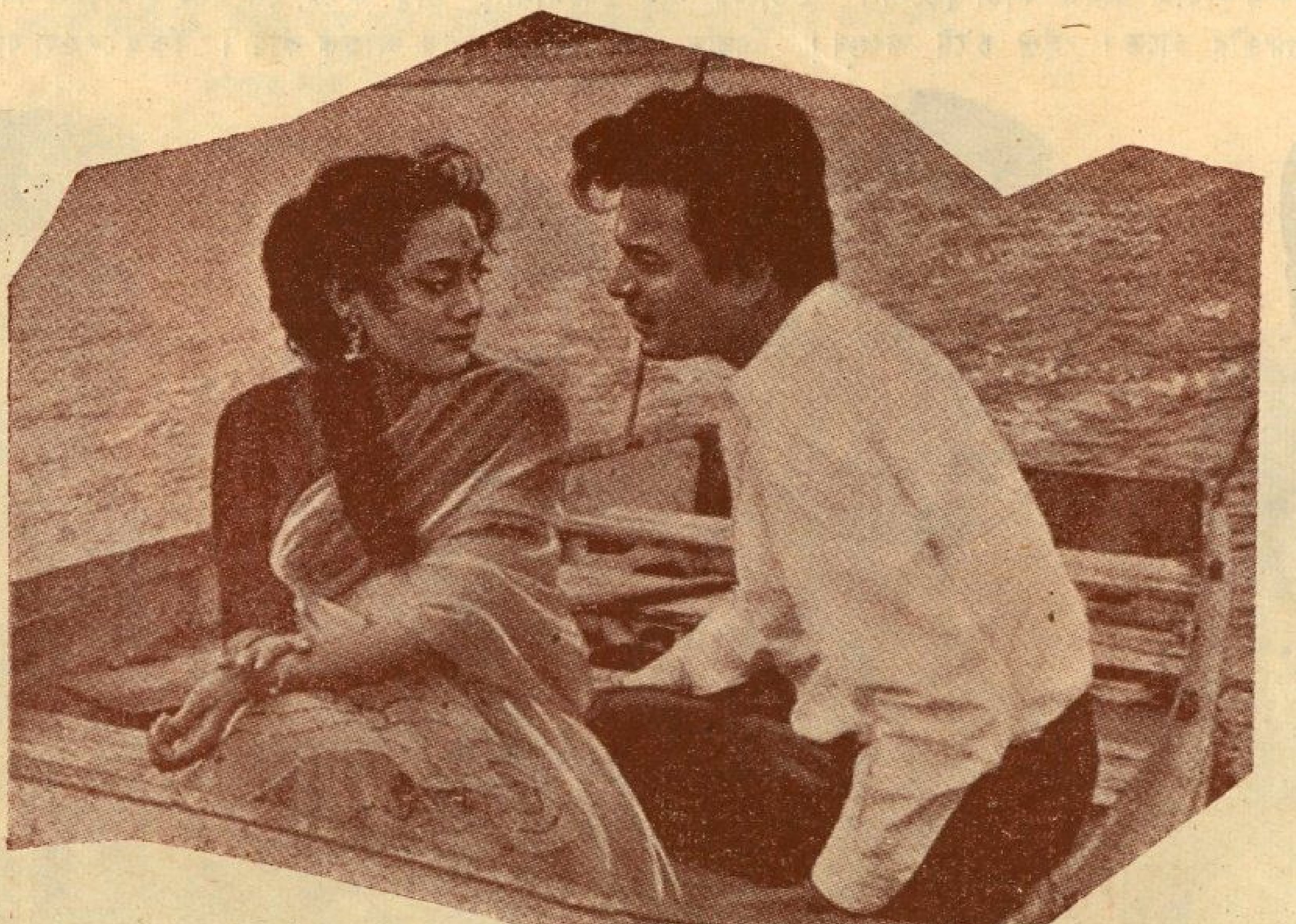

গান

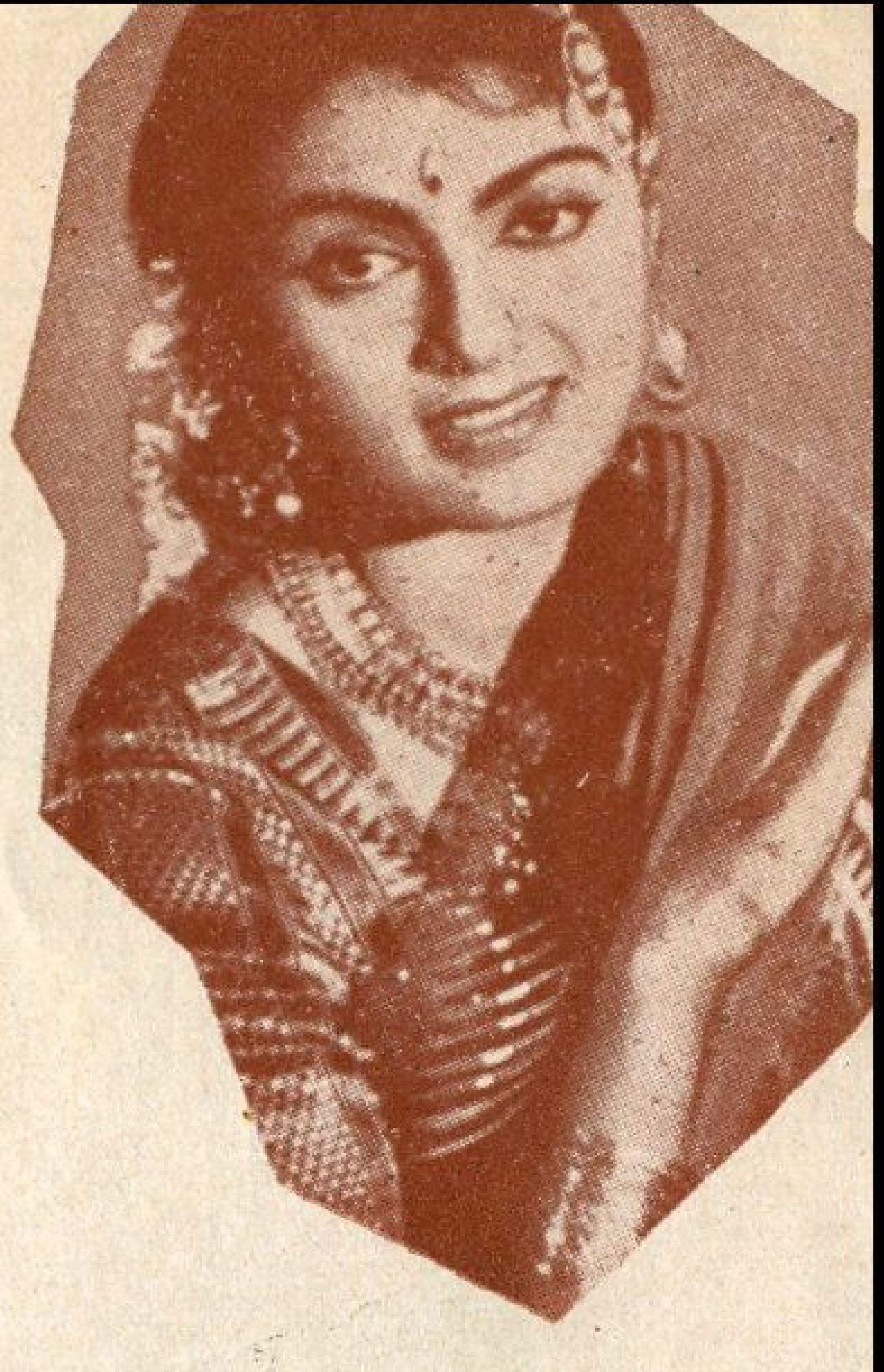

(১)

আলো আর আঁধারে মেশা
জীবনের পথ বেয়ে চলেছি।
কখনো আলোর গানে ভরেছে হৃদয়—
কখনো দুখের তাপে জ্বলেছি।
যারা এলো কাছে, দিল ভালবাসা—
যারা সরে গেল, ভেঙ্গে দিল আশা।
আমি করিনি তো অভিমান করিনি হেলা
'এই ভালো'—তাই শুধু বলেছি।
সোনার আলোয় ভরা ছিল যে আকাশ
ঢেকেছে কাজল মেঘে—
বরষার দিন শেষে আবার সেজেছে সেতো
রামধনু রং মেখে মেখে।
যেতে যেতে আমি কিছু রেখে যাবো
হারাবোনা শুধু কিছু বুঝি পাবো
আমি বুঝিনিতো এই দান নয় তো মিছে
বারে বারে নিজেরেই ছলেছি।

খেয়ালের পালে আমার লাগলো বাতাস মোসুমি
যেন তাই এক নিমিষে নতুন হলে এই তুমি,
যেন সব সত্যি হলো যা ছিল কল্পনাতে
মিশে যায় সকল চাওয়া সব পাওয়াতে
গেয়ে যাই সুরে সুরে গোপন কথার কোন রেশ।

(২)

আমার ছন্দেভরা ছোট তরী যায় ভেসে,
সে এক মন হারানোর মায়াপুরীর উদ্দেশে—
এ তরীর যাত্রী হতে যেমনি হলে সে রাজী
আমার মন হলো যে মাঝি।
ঝিলমিল ঝিলের বুকে ঝরে গো পদ্মমধু—
খুশিতে সাঁতার কাটে মরাল বঁধু—
দু নয়ন নতুন নতুন স্বপ্ন পেলো এই দেশে।

(৩)

সৈঁয়া যেহি আয়ে
আওর সহি ন যায়ে
ঘায়েল কিয়া হায় তেরি
আঁখিয়োকে ওয়ারনে
যাদু কিয়া হায় সৈঁয়া
কৈসা তেরা প্যারমে।
লাজ শরম নেহি আয়ে তোহে
সৈঁয়া নেহি আয়ে।

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের
প্রথম নিবেদন

অগ্নি সংস্কার

পরিচালনা : অগ্রদূত

সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : বিনয় চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-শিল্পী : বিভূতি লাহা

শব্দ-যন্ত্রী : যতীন দত্ত

প্রধান ভূমিকায় :

উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স-এর পক্ষ হইতে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত